AJKER FARIAD
23/07/2017

এমবিএ রুরাল ম্যানেজমেন্টের সম্ভবনা

ডঃ দেবব্রত লাহিড়ী

অধ্যাপক ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। গড় আভ্যন্তরীন উৎপাদনের ৫০ শতাংশ অবদান এদেরই। দেশের অর্থমন্ত্রীও ভারতবর্ষের উন্নয়নে গ্রামীণ জনগনের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। সংখ্যাধিক্য ও সর্বাধিক খাদ্য উৎপাদনের কারণে ভারত সরকার গ্রামীণ ক্ষেত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কৃষি ক্ষেত্র থেকেই ১৮ বিলিয়ন টাকা নেট

স্নাতকগণ বহুবিধ কর্মসংস্থানের পরিসর সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল নন বলেই মনে হয়। এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিক্রয় ও বিপনন, ব্যাংকিং, আর্থিক সংস্থা ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সাধারণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ কাজের সম্ভাবনা আছে।

স্নাতকোত্তর গ্রামীণ ব্যবস্থাপনায় অধ্যয়নরত

ট্রেড উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে। এতে ইহাই প্রমানিত হয় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় কৃষির অবদান পরিষেবা ক্ষেত্রের চাইতে অনেক বেশি।

বর্তমান নিষ্ক্রিয় ব্যবস্থাপনার কারণে মোট বাজেট বরাদ্দের ১৮ শতাংশ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পৌছায়। অতএব, গ্রামীণ অর্থনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত পেশাদারের প্রয়োজন। পল্লী অর্থনীতির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নূতন প্রশিক্ষিত প্রজন্মের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

গ্রামীণ উন্নয়নের পরিচালনার মধ্যেই ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব। বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা, পর্য্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ণের জন্য দক্ষ লোকের দরকার। এজন্যেই রুরাল ম্যানেজমেন্ট শিক্ষিতদের পেশাদারী জ্ঞানের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা দরকার। ভারত সরকার ছাড়াও বহুবিধ অ সরকারী, স্বেচ্ছাসেবী, কর্পোরেট, ব্যক্তিগত ও বহুজাতিক সংস্থাসমূহ গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে নানাবিধ উপায়ে ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে এইসব সংস্থায় বহুসংখ্যক প্রশিক্ষিত পেশাদার লোকের দরকার।

এই আলোচনায় রুরাল ম্যানেজমেন্ট বা গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তরদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে কিছু অবশ্যইবলা দরকার। গ্রামীণ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের সরকারী, পাবলিক সেক্টর, বে সরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন এনজিওতে গবেষক ও পরামর্শদাতা হিসাবে কর্মসংস্থানে সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া কর্মসংস্থান হতে পারে সমবায় ক্ষেত্রে এবং কৃষি ব্যবসায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ও সেচ ব্যবস্থার সফল রূপায়ণেও গ্রামীণ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের বেশ কদর রয়েছে।

বিএসসি (এগ্রিকালচার) বিষয়ে স্নাতকদের জন্য এমবিএ রুরাল ম্যানেজমেন্ট একটি অতি আবশ্যক ও সময়োপযোগি কোর্স। উচ্চ পেশাগত দিক দিয়েও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নাতক কোর্স পড়ে শুধুমাত্র সরকারী চাকুরীর আশায় বসে না থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা দুই বছরের এমবিএ রুরাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করলে তাদের চাকুরীর সম্ভবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, সার ও কৃষি বীজ এবং পুষ্টিকর খাদ্যশিল্পে এদের কর্মসংস্থানের সম্ভবনাই বেশী থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, ত্রিপুরায় কী এমবিএ রুরাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সে পড়ার সুযোগ আছে? অবশ্যই। সমগ্র পূর্বোত্তর ভারতে একমাত্র ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরাতেই এই কোর্স পড়ানো হয়। দু বছরের কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য প্রাপ্ত নম্বরে পাঁচ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। 75 CM